তারিখ ... 01 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

জঙ্গিবাদের তথ্য বের করার সক্ষমতা নেই ইউজিসির

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডে থাকবে সরকারি পর্যবেক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

জঙ্গিবাদ ইস্যুতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নিজস্ব কোনো তদন্ত প্রতিবেদন নেই। ইউজিসির সক্ষমতাও নেই উল্লেখ করে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান। গতকাল কমিশন আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নে বলেন, গণমাধ্যমের খবরে জেনেছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদের সম্পৃক্ততার তথ্য।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জঙ্গিবাদের সম্পৃক্তায় কী ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে– এমন প্রশ্নে ইউজিসি চেয়ারম্যান জানান, এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ইউজিসি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কাগজপত্র চেয়েছে, যা দিতে বিশ্ববিদ্যালয়টি এক মাস সময় নিয়েছে। সেই সময়ও শেষ হয়েছে। এখন বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ করবে কমিশন। কমিশনের আইনের সংশোধনী দাবি করে আবদুল মান্নান বলেন, কমিশনের প্রতিবেদন দাখিল আর সুপারিশ ছাড়া কিছুই করার নেই।

ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, জঙ্গিবাদের তথ্য বের করার মেকানিজম কমিশনের নেই। কোনো সেল বা বিশেষায়িত এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বিশেষজ্ঞ আমাদের নেই। এটা আমাদের কাজও নয়। ইউজিসি আইন ঢেলে সাজানোর জন্য বহু দিন ধরে চেষ্টা করা হচ্ছে।

গণমাধ্যমের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৩ জন জঙ্গি আছে। তার মধ্যে সরকারি চারটিতে ১৮ জন এবং বেসরকারি ৫টিতে ১৫ জন। হিযবুত তাহরীরের প্রধান দুই ব্যক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বলেও জানান চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পরিবর্তনের জন্য কমিটি করেছে। কমিটিতে ইউজিসি চেয়ারম্যানও রয়েছেন। আমরা কিছু সুপারিশ করেছি। তার মধ্যে একটা সুপারিশ হলো, বাংলাদেশ ব্যাংক আইন অনুযায়ী অন্য ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদে যে রকম একজন পর্যবেক্ষক দিতে পারে। তিনি বোর্ডের সভায় বসবেন, সভা শেষে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবস্থা নেবে। আমরা অনুরূপ একটি ব্যবস্থা নিচ্ছি। আইন সংশোধন যখন হবে, তাতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরামর্শ দিয়েছি।

সাম্প্রতিক ঘটনায় ইউজিসিতে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় জঙ্গি তৎপরতার অভিযোগ তদারকিতে তিন সদস্যের একটি কমিটিও করা হয়েছে। লিখিত বক্তব্যে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি প্রমাণ করে জঙ্গিবাদ দেশের সব ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান। জঙ্গিবাদ কোনো বেসরকারি বা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা মাদ্রাসা ছাত্রদের সমস্যা নয়। এটি জাতীয় সমস্যা। প্রজন্মের সমস্যা। গণমাধ্যমের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, বাড়ির মালিকরা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের বাড়ি ভাড়া দিচ্ছেন না, অথবা যারা বর্তমানে থাকেন তাদের বাড়ি ছাড়ার নোটিস দিচ্ছেন। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপের মাঝখানে তাদের বিদায় করে দিচ্ছে– যা মোটেও কাম্য নয়। এরা সবাই আমাদেরই সন্তান। সরকারি হোক আর বেসরকারি হোক ঢাকা শহরের শিক্ষালয়গুলোয় আবাসন ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। বিষয়টি মানবিক দিক হতে বিচার করার অনুরোধ করছি। প্রয়োজনে ভাড়া দেওয়ার আগে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পরিচয় নিশ্চিত করে যাচাই করে নিন।

আজ সোমবার সারা দেশে একসঙ্গে বেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত জঙ্গিবিরোধী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করবে দেশের সব সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা। রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে কয়েকটি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে এই কর্মসূচিতে। এতে শিক্ষামন্ত্রী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ইউজিসির চেয়ারম্যানের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

বর্তমানে দেশে ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি অনুমোদন রয়েছে। এর মধ্যে ৮০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেরাও সাম্প্রতিক সময়ে বাড়ি পালিয়ে জঙ্গিবাদে ঝুঁকছে বলে তথ্য আসায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে সরকার ও অভিভাবক মহলে।

২০১৩ সালে গণজাগরণ মঞ্চের কর্মী ও ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দার হত্যাকাণ্ড থেকে সাম্প্রতিক সময়ে গুলশান ও শোলাকিয়ার জঙ্গি হামলায় জড়িত এবং কল্যাণপুরে জঙ্গি আস্তানায় নিহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ঢাকার নামি বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। এ তরুণরা বাড়ি পালিয়ে জঙ্গিবাদে জড়াচ্ছে বলে তথ্য আসার পর সরকার নিখোঁজদের তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সচেতন করার উদ্যোগ নিয়েছে।

ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা, ড. মো. আখতার হোসেন, ড. দিল আফরোজা বেগম, ড. এম. শাহ নওয়াজ আলি এবং ইউজিসির সচিব ড. মো. খালেদ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।